ইতিহাসের কাঠগড়ায় আহলেহাদীস

মূল : আল্লামা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দেহলভি আল-মাদানি

তাহকীক ও তা'লীক
শাইখ আলি বিন হাসান বিন আলি আল-হালবি আল-আসারি
অনুবাদ ও সম্পাদনা : তানযীল আহমাদ

দারুলকারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

দুআ ও অভিমত ৭

অনুবাদকের কথা ৯

অনুবাদ ও সম্পাদনায় গৃহীত নীতিমালা ১০

কেন এই নাম? ১১

একটি প্রশ্ন ও তার ঐতিহাসিক জবাব ১২

আরবি প্রকাশকের কথা ১৮

লেখকের জীবনী ২৭

লেখকের কথা ৩৬

আহলেহাদীস নামকরণের দশটি দলীল ৩৭

মহামতি চার ইমাম–কে সম্মান করা ওয়াজিব ৯০

প্রচলিত মাযহাবসমূহের ইতিহাস ১০২

হানাফি মাযহাব ১০৩

মালেকি মাযহাব ১০৭
শাফিঈ মাযহাব ১১১
সুলতান বাইবার্স ও একটি স্বপ্ন ১১৬
আবুল হাসান আশআরির তাওবাহ ও সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন ১১৯
আশআরি মাযহাবের হাকিকত ও হিজরি ৩৮৫ সালে তার বিস্তৃতি প্রসঙ্গ ১২০
মুক্তিপ্রাপ্ত দল ও মতানৈক্য নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে ১২৭
মুকাল্লিদদের পদস্খলনের কতিপয় দৃষ্টান্ত ১৪০
সাহাবাদের মাঝে পারস্পরিক ইখতিলাফ প্রসঙ্গ ১৫০
নাবি ﷺ থেকে ইলম অর্জনে সাহাবিদের তারতম্য ১৫২
দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ ১৭০
তাকলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য ১৭৪
মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি? ১৭৫
মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলেহাদীসদের পক্ষে ৩০টি দলীল ১৮৮
বিদআতিদের কিছু নিদর্শন ২০৪
‘আহলুস সুন্নাহ’ পরিভাষা ব্যবহারের সংশয় নিরসন ২০৫
দুআ কামনা ২০৬

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি, মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের সম্পাদক, ঢাকাস্থ রাজকীয় সৌদি দূতাবাসের সাবেক সিনিয়র কর্মকর্তা ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান খ্যাতনামা ইসলামি শিক্ষাবিদ **অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক** স্যারের

দুআ ও অভিমত

الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولاعدوان إلا على الظالمين، وصلَّى الله وسلَّم وبارَكَ على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

এ কথা অনস্বীকার্য যে, আহলেহাদীস বলতে নাবি ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন ও আইম্মায়ে হাদীসের পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাওহীদপন্থি একটি দল ও সম্প্রদায়কে আমরা বুঝি। যা নিঃসন্দেহে ফেরকায়ে নাজিয়াহ তথা মুক্তিপ্রাপ্ত ও মহান আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত একটি দল। সত্য প্রকাশে আপোষহীন, বাতিল শক্তির মুখোশ উন্মোচনকারী, মুসলিম সমাজে প্রচলিত নানা ধরনের শির্ক-বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সচেতনতা সৃষ্টিকারী, সুফিবাদ ও পীরবাদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা একটি দল ও জামাআত, যেটির প্রতি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ﵀ ও ইমাম আলি ইবনুল মাদিনি ﵀ প্রমুখ ইমামগণের ভাষ্যমতে নাবি ﷺ ইঙ্গিত করেছেন যে,

﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ﴾

অর্থাৎ, আমার উম্মতের মধ্য হতে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সদাসর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কোনো শক্তিই তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। (সহীহ বুখারি: ৩৬৪০, সহীহ মুসলিম: ১৯২০)

শির্ক-বিদআত ও সকল প্রকার কুসংস্কারের অমানিশাকে ভেদ করে আলোকিত ও নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এবং সহীহ সুন্নাহকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার মহান কার্যে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী সেই জামাআতটির নাম নিঃসন্দেহে আহলুল হাদীস। যদিও বা বিদআতপন্থি, মাযারপন্থি ও কট্টর মাযহাবী গোঁড়ামিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে এরা

সমাজে অনৈক্য সৃষ্টিকারী ফেতনাবাজ। তাদের কারো কারো মতে গোস্তাখে রাসূল এবং ইমামগণের শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী। (কারণ এরা তাদের মতো মজাদার বিদআতে লিপ্ত নয়।) যদিও এসবই কেবল অপবাদ ও হিংসার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বাস্তবে এ জামাআত সম্পর্কে রয়েছে অনেক অজ্ঞতা ও অপপ্রচার।

ইমাম শাফিঈ ﵀ আহলেহাদীস জামাআত সম্পর্কে বলেন:

অর্থাৎ 'তুমি আহলেহাদীস জামাআতের দলভুক্ত হয়ে যাও, কেননা তারা অন্য সকলের তুলনায় বেশি হকপন্থি। তুমি যদি তাদের কখনও দেখ তবে তুমি মনে করবে যে, তুমি যেন নাবি ﷺ-এর কোনো সাহাবিকে দেখছো'। সুতরাং, এমন একটি হকপন্থি জামাআতের ইতিহাস, পরিচিতি, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনার দরকার, যেন এই জামাআতের বিরুদ্ধে আরোপিত মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদগুলোর অপনোদন ও দূরীকরণ সম্ভবপর হয়। আলহামদুলিল্লাহ, এমন একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজ বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য আঞ্জাম দিয়েছেন আমার স্নেহাস্পদ, তরুণ লেখক ও গবেষক তানযীল আহমাদ। সে তাঁর অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে 'আলোকিত জ্ঞানী' ২০১৬ সালে প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। আল্লামা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দেহলভি আল-মাদানি আহলেহাদীস জামাআত সম্পর্কে রচিত মহামূল্যবান গ্রন্থখানা অত্যন্ত বিশুদ্ধ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য সে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। অনূদিত গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। অনুবাদকর্মটি এক কথায় অসাধারণ হয়েছে। গ্রন্থটি পড়ে কোথাও অনুবাদ কর্ম মনে হয়নি; তাঁর মেধা, প্রতিভা ও অনুবাদ কর্মে দক্ষতার কারণে মনে হয়েছে এটি তার নিজস্ব সৃষ্টি। আশা করি, গ্রন্থটি পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও সুখপাঠ্য হবে এবং আহলেহাদীস জামাআত সম্পর্কে সকল ধরনের বিভ্রান্তি ও সংশয়ের নিরসনকারী হবে। আমি প্রত্যাশা করি যে, তানযীল আহমাদ এ ধরনের মহতি উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে। মহান আল্লাহ তাঁর, মূল লেখক ও সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম ও আমল কবুল করুন। আমীন!

অনুবাদকের কথা

অনুবাদ হলো অন্যের অঙ্কিত শিল্পকর্মে রং তুলির আঁচড় দেওয়া। অঙ্কন করা নয়। সেখানে স্বাধীনতা খুব কম থাকে। অধিকন্তু এটি আমার প্রথম অনুবাদ কর্ম। এরপরেও অনুবাদ গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেছি। আমি নিজেই প্রয়োজন অনুসারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযুক্ত করেছি। বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার জন্য এর অনুবাদ কর্মে হাত দেওয়া। আহলে হাদীসের ইতিহাস ও মাযহাবের ইতিহাস নিয়ে বাংলা ভাষায় খুব বেশি কাজ হয়নি। কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ এবং দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে অন্ধ অনুসরণ না করতে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হলেও এই গ্রন্থে লেখক ﷾ সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বিষয়টি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে, শাখাগত মাসআলায় কুরআন-সুন্নাহর দলীলের অনুসন্ধান না করেই নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, দল, ইমাম বা মাযহাবের দোহাই দেওয়ার যে প্রবণতা আমাদের রয়েছে, তা তিনি শক্তভাবে খণ্ডন করেছেন। সত্যসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বইটি পাঠ করলে যে-কারো চিন্তাজগৎ আলোড়িত হবে বলে আমি মনে করি। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস বা তথ্যগত কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

তানযীল আহমাদ
tanzilahmad.bd96@gmail.com

অনুবাদ ও সম্পাদনায় গৃহীত নীতিমালা

১. সহজ ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছে,

২. পাঠকের সুবিধার্তে অনেক ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের প্রতি লক্ষ না করে ভাবার্থের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে,

৩. মনীষীদের নামের সঙ্গে তাদের জন্ম ও মৃত্যুর আরবি ও ইংরেজি সাল সংযুক্ত করা হয়েছে,

৪. আল-কুরআনের সকল আয়াতের সূরা ও ক্রমিক নং এবং কিছু হাদীসের সংক্ষিপ্ত তাখরীজ করা হয়েছে,

৫. সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, টীকায় বিভিন্ন মনীষী, কিতাব, অঞ্চল ও ফিরকার ব্যাপারে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা সংযুক্ত করা হয়েছে,

৬. বেশ কিছু মাসআলার ইখতিলাফ উল্লেখপূর্বক দলীলভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে,

৭. টীকায় আমার কথা ছাড়াও এই গ্রন্থের মুহাক্কিক ও মুআল্লিক শাইখ আলি বিন হাসান বিন আবদুল হামিদ আল-হালবি আল-আসারির প্রায় সকল তাহকীক ও সংযুক্তির অনুবাদ করা হয়েছে;

৮. অনুবাদ গ্রন্থটির নাম **'আহলেহাদীসের ইতিহাস'** না রেখে **'ইতিহাসের কাঠগড়ায় আহলেহাদীস'** রাখার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে,

৯. মূল বইয়ের অনুবাদের পূর্বেই একটি ঐতিহাসিক প্রশ্নের দলীলনির্ভর সাতটি উত্তর প্রদান করা হয়েছে, যা পাঠান্তে আমাদের সমাজের একটি বদ্ধমূল ধারণার অপনোদন হবে,

১০. চার মাযহাবের মধ্যে হানাফি ও মালেকি মাযহাবের প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও বিস্তৃতির ব্যাপারে দুইটি আকর্ষণীয়, বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর টীকা সংযুক্ত করা হয়েছে।

কেন এই নাম?

বইটির মূল নাম "تاريخ أهل الحديث تعيين الفرقة الناجية وأنها طائفة أهل الحديث" যার সহজ বাংলা হলো, 'আহলেহাদীসের ইতিহাস, মুক্তিপ্রাপ্ত দল নির্দিষ্টকরণ আর তারা হচ্ছে আহলুল হাদীস'।

তিনটি কারণে আমি এর বাংলা নাম দিয়েছি **"ইতিহাসের কাঠগড়ায় আহলেহাদীস"।**

প্রথম কারণ: নামটি বেশ বড়ো, আরবিতে মানানসই হলেও বাংলায় তা পড়তে ও লিখতে একটু হলেও বেমানান মনে হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ: ইতিহাসের যে অধ্যায় আমাদের অনেকের অজানা বা আমাদের নিকটে গুরুত্ব পায়নি। অথচ আজকের মুসলিম বিশ্বে সর্বত্রই যে ভয়ংকর সর্বনাশী দুরবস্থা বিরাজ করছে, তার মূল কারণ যে সেই অজানা অধ্যায়, তা আমরা কখনো অনুভব করি না এবং এই দুরবস্থা থেকে উত্তরণের পথ যে সেই ইতিহাসেই রয়েছে, তা আমরা কখনো মনে করি না। আর তা মনে করে দেওয়ার জন্যই এই নাম।

তৃতীয় কারণ: বর্তমান সময়ে আহলেহাদীসদেরকে নিয়ে একশ্রেণির লোকের যে গাত্রদাহ এবং সেই সুবাদে ইতিহাস বিকৃতির যে হিড়িক পড়েছে, তাদের অসংলগ্ন ও মিথ্যাচারের কারণে আহলেহাদীসদের সম্পর্কে জনমনে যে সংশয়ের সৃষ্টি হচ্ছে, তা আসলেই আহলে-হাদীসদেরকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করে দিয়েছে। বাস্তবিকপক্ষেই আহলেহাদীস মতাদর্শ ও সেই নামকে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করা সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। এসব কারণের পাশাপাশি **'ইতিহাসের কাঠগড়ায় আহলেহাদীস'** নামকরণের সঙ্গে আরবি বইয়ের মূল উপজীব্য বিষয়ের অনেকাংশে মিল রয়েছে বিধায় উক্ত নাম চয়ন করা হয়েছে।

একটি প্রশ্ন ও তার ঐতিহাসিক জবাব

সাম্প্রতিক সময়ে একটি প্রশ্ন আমাদেরকে আঘাত করেছে আর অনেককেই সন্দিগ্ধ করেছে। তা হলো, **মুহাদ্দিসগণের পথ অবলম্বন করা সাধারণ মুসলিমদেরকে 'আহলেহাদীস' বলা যাবে কি?** অর্থাৎ, 'আহলেহাদীস' এই পবিত্র অভিধাটি কেবল মুহাদ্দিসদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার যোগ্য, তাদের মানহাজের অনুসারী সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে নয়। যারা এই নাম নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন তাদেরকে অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়ে থাকে। অনেকেই তাদেরকে ফিরকায়ে বাতিলা বা পথভ্রষ্ট দল মনে করে থাকে। ইতিহাস সম্পর্কে বেওয়াকিফ এই অর্বাচীনের দলই আহলেহাদীস ও সালাফিদের বিরুদ্ধে বইও লেখে।

যাই হোক, আমরা তাদের এই সর্বৈর্ব মিথ্যা অভিযোগের সদুত্তর দিতে সদাসর্বদাই প্রস্তুত। সত্যসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে আমরা এমন কতিপয় ঐতিহাসিক ও যুক্তিযুক্ত দলীল প্রমাণ পেয়েছি, যা পাঠ শেষে উদার ও মুক্তমনা, সত্যান্বেষী ও সত্যাগ্রহী যে-কোনো ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হবেন যে, মুহাদ্দিসদের নীতিমালার আলোকে যারা ইসলাম পরিপালন করেন, এমন সাধারণ মুসলিমকেও আহলেহাদীস বলা যেতে পারে। নিচে সেসব দলীল উল্লেখ করা হলো:

প্রথম দলীল:

সাহাবায়ে কেরাম ﷺ যে সকল দেশ ও অঞ্চল বিজয় করেছিলেন, সে সকল দেশের অধিবাসীরা আহলুল হাদীস উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। যেমনটি আবু মানসুর আবদুল কাদির বিন তাহির আত-তামিমি আল-বাগদাদি[১] ﷺ (মৃত ৪২৯ হি.) তার বিখ্যাত কিতাব 'উসূলুদ দ্বীনে' (১/৩১৭ পৃষ্ঠা) বলেন:

১. আবূ মানসূর বাগদাদি। শাফিঈ মাযহাবের বিখ্যাত পণ্ডিত। ১৭টি বিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। বাগদাদ থেকে খোরাসানে এসে

بيان هذا واضح في أن ثغور الروم والجزيرة والشام وآزربيجان وباب الأبواب كل أهلها كانوا على مذهب أهل الحديث، وكذالك ثغور إفريقية وأندلس وكل ثغر وراء بحر المغرب، كل أهلها كانوا من أهل الحديث، وكذلك ثغور اليمن على ساحل الزنج كان أهلها من أهل الحديث.

অর্থ: 'এটা খুবই স্পষ্ট যে, রোম,[২] আলজেরিয়া, সিরিয়া, আজারবাইজান, বাবুল আবওয়াব[৩] প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীগণ আহলেহাদীস মতবাদের অনুসারী ছিলেন। এ রকম আফ্রিকার সীমান্ত এলাকা, স্পেন, পশ্চিম সাগরের পেছনের সীমান্ত এলাকাগুলোর সকল অধিবাসী আহলেহাদীস ছিলেন। আর আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী ইয়ামানের সকল সীমান্তবাসী আহলেহাদীস ছিলেন।

বসবাস করেছিলেন। আকীদাহগতভাবে তিনি আশআরি মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আকীদাহর বেশিরভাগ মাসআলাতে আশআরি আলিমদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। দু একটি মাসআলায় তিনি আশআরি মতবাদের প্রবক্তা আবূল হাসান আশআরির (২৬০-৩২৪ হি.) বিরোধিতা করেছেন। তার রচিত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্য 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল' তাকে জগৎজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে। (অনুবাদক)

২. ঐতিহাসিক রোম সাম্রাজ্যের দু'টি অংশ। পশ্চিম রোম, যা আধুনিক ইউরোপে অবস্থিত ছিল। ইতালির রাজধানী রোম ছিল সে সময়কার রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী। কিন্তু নৈতিক অবক্ষয়, সিনেট ও সম্রাটের দ্বন্দ্ব, অবাধ যৌনাচার, সমকামিতা ও যুলমের কারণেই ৪৭৬ সালে পশ্চিম রোমের একপ্রকার পতন ঘটে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ান রোমকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। পূর্ব রোমের রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল। যা বর্তমানে ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত, তুরস্কে অবস্থিত। একে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যও বলা হয়। কুরআন ও হাদীসে যে রোমের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা পূর্ব রোম উদ্দেশ্য। পশ্চিম রোম নয়। (অনুবাদক)

৩. বাবুল আবওয়াব বলতে মধ্য তুর্কিস্তানকে বোঝানো হয়েছে। (অনুবাদক)

দ্বিতীয় দলীল:

হিজরি পঞ্চম শতকের বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাযম ﵀ (৩৮৪-৪৫৬ হি. মোতাবেক ৯৯৪-১০৬৪ খ্রি.) তার 'কিতাবুল ফিসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল' (২/১১২ পৃষ্ঠা) নামক গ্রন্থে বলেন,

وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق ومن عاداهم فأهل الباطل فإنهم الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم ثم أهل الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم.

অর্থ: 'আহলুস সুন্নাহ' যাদেরকে আমরা আহলুল হক বা সত্যপন্থি বলে মনে করি আর তাদের বিরোধীদেরকে বাতিলপন্থি বলে মনে করি তারা হলেন,

১. সাহাবায়ে কেরাম ﵃;

২. তাদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ;

৩. আহলুল হাদীসগণ;

৪. আজকের দিন পর্যন্ত যে সকল ফকীহ তাদের অনুসারী হয়েছেন তারা;

৫. প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল সাধারণ জনগণ যারা তাদের অনুবর্তী হয়েছেন।

তৃতীয় দলীল:

দক্ষিণ এশিয়ার খ্যাতনামা আহলেহাদীস সংগঠক ও ঐতিহাসিক আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী ﵀ (১৯০০-১৯৬০ খ্রি.) তার অনবদ্য অবদান 'আহলেহাদীস পরিচিতি' নামক বইয়ে লিখেছেন,

''স্বনামধন্য ভূপর্যটক ও ঐতিহাসিক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ বেশারী মাকদেসী ৩৭৫ হিজরিতে তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। সিন্ধুর তৎকালীন রাজধানী মনসুরার অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন:

(অধিবাসীবর্গ যোগ্য ও সদাশয়, এই স্থানে ইসলাম সজীব আছে এবং বিদ্যা ও বিদ্বানগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা ধীশক্তি সম্পন্ন ও তীক্ষ্ম জ্ঞানশীল, পূণ্যবান, ধর্মভীরু ও দানশীল। **অমুসলমানরা সকলেই প্রতিমাপূজক আর মুসলমানগণ অধিকাংশই আহলেহাদীস**)।[৪] 'আহসানুত তাকাসিম' ৪৮১ পৃষ্ঠা"।

চতুর্থ দলীল:

যুগ সংস্কারক মর্দে, মুজাহিদ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﵀ (৬৬১-৭২৮ হি. মোতাবেক ১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.) 'আহলেহাদীস' পরিভাষার ব্যাপকতা প্রসঙ্গে বলেন,

অর্থ: হাদীসের পঠন-পাঠন ও লেখালিখির কাজে যারা নিয়োজিত (তথা মুহাদ্দিসগণ) তাদের সঙ্গেই কেবল আহলেহাদীস পরিভাষাটি সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রক্যেক ঐ ব্যক্তিই আহলেহাদীস, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বদিক দিয়েই হাদীস মুখস্থ ও অনুধাবন করেন এবং ঐ ব্যক্তি, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বদিক দিয়েই হাদীসের অনুসরণ করেন।[৫]

পঞ্চম দলীল:

তিনি আরো বলেন,

ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم، صوفيتهم أتبع بالرسول من صوفية غيرهم، وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم، وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم.

---

৪. 'আহলে হাদীস পরিচিতি' (৮-৯ পৃ.)।

আরবি:

أهل الذمة في المنصورة (مدينة السند المشهورة) عباد الأصنام والأوثان والمسلمون فيها أغلبهم من أهل الحديث (أحسن التقاسيم بمعرفة الأقاليم-٤٨١)

৫. 'মাজমুআহ ফাতাওয়া' (৬/৩৫৫ পৃ.)।

অর্থ: 'আহলুল হাদীসদের মধ্যে যারা ফকীহ তারা রাসূল ﷺ সম্পর্কে সমধিক অবগত অন্যান্য দলের ফকীহদের থেকে, তাদের দুনিয়াবিমুখ সূফিরা অন্যান্য দলের সূফিদের থেকে রাসূল ﷺ-এর বেশি অনুসরণপ্রিয়, তাদের মধ্যে যারা রাজনীতিবিদ তারা অন্যান্যদের থেকে রাসূল ﷺ-এর রাজনীতির ব্যাপারে বেশি হকদার, আর তাদের সাধারণ জনগণ অন্যান্য দলের সাধারণ জনগণ থেকে রাসূল ﷺ-এর বেশি নৈকট্যশীল।[৬]

ষষ্ঠ দলীল:

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﵀ আরো বলেন

أن أهل الحديث هم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف.

অর্থ: 'আহলুল হাদীস হলো বরকতময় তিন যুগের সালাফরা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওই সকল লোক যারা তাদের অনুসরণ করে'।[৭]

সপ্তম দলীল:

হিন্দুস্থানে পরিচালিত আহলেহাদীস আন্দোলন-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফি মনীষী, ইতিহাসবিৎ ও জীবনীকার আবুল হাসান আলি নাদভি ﵀ (১৩৩৩-১৪২০ হি. মোতাবেক ১৯১৪-১৯৯৯ খ্রি.) বলেন,

'হিন্দুস্থানে আহলেহাদীস আন্দোলন চারটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ১. খালেস তাওহীদ বিশ্বাস ২. ইত্তিবায়ে সুন্নাত ৩. জিহাদি জাযবা এবং ৪. আল্লাহর নিকটে বিনীত হওয়া।.... অন্য দলগুলিকে দেখ, সেখানে তাওহীদ আছে তো ইত্তিবায়ে সুন্নাতে অলসতা আছে। ইত্তিবায়ে সুন্নাতের জাযবা আছে তো জিহাদের জাযবা নেই। কোথাও যিক্র-ফিক্র আছে তো ইত্তিবায়ে সুন্নাত নেই। লোকেরা বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলিকে

৬. 'মাজমুআহ ফাতাওয়া' (৪/৯৫ পৃ.)।

৭. 'মাজমুআহ ফাতাওয়া' (৬/৩৫৫ পৃ.)।

নিয়ে সেগুলিকে আমলের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু জামাআতে আহলেহাদীস এর মধ্যে উপরিউক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়ে শহীদায়নের (সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ) সুরতে আত্মপ্রকাশ করেছে'।[৮]

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লামা আবুল হাসান আলি নাদভী ﵀ 'আহলেহাদীস জামাআত' বলতে যে কেবল মুহাদ্দিসগণকে উদ্দেশ্য করেননি, তা যে-কোনো বিবেকবান ব্যক্তি খুব সহজেই অনুমান করতে পারবেন। তবে তারা নয়, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা তালাবদ্ধ করে দিয়েছেন, কানকে বধির করেছেন আর চোখকে করেছেন অন্ধ।

এতক্ষণ যাবৎ আমরা যে সাতটি ইতিহাস নির্ভর এবং মুসলিম উম্মাহর গ্রহণযোগ্য আলিমগণের উক্তি উল্লেখ করলাম, উত্থাপিত আপত্তি ও অভিযোগের সদুত্তরের জন্য তাই যথেষ্ট। সুতরাং, আহলেহাদীস বলতে যেমন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান মুহাদ্দিসিনে কেরামকে বুঝায়, ঠিক তেমনি মানুষের মতামতের ঊর্ধ্বে গিয়ে, কুরআন-সুন্নাহর সামনে রায়-কিয়াসকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যারা যুগ যুগ ধরে মুহাদ্দিসগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আসছেন জগৎ-ইতিহাসে তারা আহলেহাদীস নামে অভিহিত হয়ে এসেছেন এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত তারা সেই সত্য পথের ওপরেই অবিচল থাকবেন, ইনশাআল্লাহ।

তানযীল আহমাদ

---

৮. ভারতের বিহার প্রদেশের দারভাঙ্গা হতে প্রকাশিত মাসিক "আল-হুদা" ১৬ই জুলাই ১৯৬১ সংখ্যার বরাতে 'তাহরিকে জিহাদ' (গুজরানওয়ালা ১৯৮৬) পৃ. ৪৯-৫০; ১৯৮৪ সালের মার্চে দারভাঙ্গার মাদরাসা আহমাদীয়া সালাফিয়াহর বার্ষিক দস্তারবন্দি অনুষ্ঠানেও তিনি আহলেহাদীসের একই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন যা নাদ্ওয়ার মুখপত্র লাখনউ- এর পাক্ষিক 'তামীরে মিল্লাত' ১৫.৫.১৯৯৪ইং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। (আহলেহাদীছ আন্দোলন, ড.মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ৫৮ পৃষ্ঠা।)